খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

www.khaborsojasuji.com

Vol-3 ● Issue- 10 ● Bardhaman ● 30 October 2025 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

● খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন সেলফি প্রতিযোগিতায় প্রথম - রিয়া বিশ্বাস, বাড়ি - চাকদা,নদীয়া,দ্বিতীয় - মৌমিতা চট্টোপাধ্যায়,বাড়ি - শ্রীমানপুর,পূর্ব বর্ধমান এবং তৃতীয় - মঞ্জু দত্ত,বাড়ি - খানপুর,হুগলি।

●বাংলায় শুরু হল এসআরআর। ভোটারদের বাড়ি ৩ বার করে যাবে বিএলও'রা। এনুমারেশন ফর্ম প্রক্রিয়া চলবে ৪ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আপনার কিংবা আপনার বাবা মায়ের নাম ২০০২ সালের SIR ভোটার লিস্টে থাকলে আপনাকে কোনো কাগজ জমা দিতে হবে না।

● খসড়ি ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে ৯ ডিসেম্বর।অভিযোগ জমা দেওয়া যাবে ৯ ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারি। যাদের নাম বাদ যাবে তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে ৯ ডিসেম্বর থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে শুনানি। চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে ৭ ফেব্রুয়ারি।পশ্চিমবঙ্গ,উত্তর প্রদেশ, গুজরাট, কেরালা সহ ১২ রাজ্যে শুরু হল এসআরআর।

● এখন সব কিছুই তো দুয়ারে, তাহলে জব কার্ডের ইত্তকেওয়াইসি'র জন্য সবাইকে দলবেঁধে পঞ্চায়েতে যেতে হচ্ছে কেন ? সরকার যদি দুয়ারে আসতে পারে তাহলে পঞ্চায়েত কি দুয়ারে আসতে পারে না ? মানুষের হয়রানি কমাতে জব কার্ডের ইত্তকেওয়াইসি'র জন্য পঞ্চায়েত থেকে বুথে বুথে ক্যাম্প করলেই তো ভালো হতো,তাই না?

●সরকারি বিজ্ঞাপনে ব্যক্তি প্রচার কেন ? জনগণের ট্যাক্সের টাকায় তো সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের বিজ্ঞাপন, তাহলে সেখানে প্রধানমন্ত্রী/ মুখ্যমন্ত্রীদের ছবি কেন ? আত্মপ্রচার করতে গেলে নিজেদের টাকায় করুন।জনগণের ট্যাক্সের টাকায় সরকারি বিজ্ঞাপনে ব্যক্তি প্রচার কতটা যুক্তিযুক্ত,উঠছে প্রশ্ন।

● পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিস গুলো কর্মী সঙ্কটে ভুগছে।পর্যাপ্ত স্থায়ী কর্মী না থাকার কারণে এক একজন ইএ'কে দু'তিনটে পঞ্চায়েতের দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে, অভিযোগ।কাজের চাপ বাড়ছে অন্যান্য কর্মীদের ওপর।নাজেহাল অবস্থা ভিএলই, জিআরএস'দের। আইসিডিএস এবং স্কুল গুলোরও একই অবস্থা। বেশিরভাগ স্কুলে নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক, নেই গ্রুপ ডি কর্মী।অধিকাংশ আইসিডিএস কর্মীকে দুটো করে সেন্টারের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ।

● বাজি বিতর্কের পর কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যকে

(এরপর চারের পাতায়)

কালীপুজোর বিসর্জনে ডিজে বন্ধ করল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা - হুগলি গ্রামীণ পুলিশের সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত ঝাঁকারি

প্রাইমারি স্কুল মোড়, তেলিপুকুর ও মাঠদিপা পোলধর এলাকায় শুক্রবার কালী ঠাকুর বিসর্জনের সময় বেশ কয়েকটি মিছিলে উচ্চস্বরে ডিজে বক্স বাজানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ ওঠে।খবর পেয়ে বড়া বিট হাউসের ইনচার্জ উত্তম বাবু ও অন্যান্য আধিকারিক ও বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিসর্জন মিছিলে ডিজে ব্যবহারের ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে অশান্তি ও ভিড় জনিত সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকরা মিছিল থামিয়ে ডিজে বক্সগুলি সরিয়ে ফেলেন। অভিযুক্তদের কড়া ভাবে সতর্ক করে জানানো হয় যে,পুনরায় এমন কর্মকাণ্ড করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।পুলিশের এই তৎপর পদক্ষেপে এলাকায় শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং পরবর্তী বিসর্জন কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। স্থানীয়দের মতে,পুলিশের দ্রুত হস্তক্ষেপের ফলে সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পুলিশ প্রশাসনের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল যে,বিসর্জন বা উৎসব উপলক্ষ্যে উচ্চ শব্দে ডিজে বাজানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং সেই নির্দেশিকা ভঙ্গ করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পুলিশি তৎপরতায় চোরাই মাল সহ গ্রেফতার ৮

নিজস্ব সংবাদদাতা - আবারও বড়সড় সাফল্য পেল হুগলি গ্রামীণ পুলিশের মগরা থানার পুলিশ।পৃথক দুটি চুরির ঘটনায় চোরাই মাল সহ ৮ জনকে

গ্রেফতার করল পুলিশ।মগরা থানার পুলিশের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও গোয়েন্দা নজরদারির ফলে গত কয়েকদিনের মধ্যে দুটি চাঞ্চল্যকর চুরির ঘটনার রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব হয়েছে।মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আসামিদের গ্রেপ্তার করে চোরাই মাল উদ্ধার করায় এলাকাবাসীর মধ্যে আস্থা আরও বেড়েছে পুলিশের প্রতি।মগরা থানার ওসি দীপঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে গঠিত বিশেষ টিমগুলি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে এই সাফল্য অর্জন করেছে।প্রথম চুরির ঘটনা ঘটে বিটিপিএস হাউসিং

(এরপর চারের পাতায়)

জামালপুরে অনুষ্ঠিত হল সদর সাব ডিভিশন স্পোর্টস

নিজস্ব সংবাদদাতা - জামালপুরের সেলিমাবাদ সিবি মাঠে রবিবার ১৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হল বর্ধমান সদর

দক্ষিণ সাব ডিভিশন স্পোর্টস কাউন্সিলের অ্যাথলেটিক মিট ২০২৫। জামালপুর,মেমারি,রায়না ১ ও ২ এবং খণ্ডঘোষ এই পাঁচটি ব্লকের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা এদিনের এই অ্যাথলেটিক মিটে অংশ গ্রহণ করেছিল।মার্চ পাস্টের মধ্য দিয়ে খেলার সূচনা হয়। মশাল দৌড়ের পর সাব

(এরপর চারের পাতায়)

বাঁকুড়া জেলা পুলিশের অন্তর্গত গঙ্গাজলঘাটি থানার অধীন দুর্লভপুর ট্রাফিক গার্ড ইউনিটের শুভ সূচনা করলেন বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি।

নির্মল পঞ্চায়েত !

নিজস্ব প্রতিবেদন - সরকার থেকে বাড়ি বাড়ি পায়খানা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে,তবুও এখনও মাঠে ঘাটে পায়খানা করছেন অনেকে।নির্মল বাংলার একি ছবি ! বাড়ির পায়খানা ব্যবহার না করে সেখানে অনেকে কাঠ কিংবা ঘুঁটে রেখে দিয়েছে। সরকারি প্রচারই সার।তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই নির্লজ্জ কিছু মানুষের।সকাল বেলা নদীর বাঁধের রাস্তা দিয়ে তো যাওয়াই যায় না।পুরুষ-মহিলা সবাই লজ্জার মাথা খেয়ে প্রকাশ্যে পায়খানা করতে বসে যান।যেন হাগা'র কম্পিটিশন চলছে।রাস্তা দিয়ে যিনি যাবেন তিনি লজ্জা পাবেন, কিন্তু

ওনাদের লজ্জা নেই।নদীর বাঁধের রাস্তা দিয়ে কাশীপুর থেকে হাজিপুর

(এরপর তিনের পাতায়)

''সঠিক ভোটার তালিকা তৈরী করা নির্বাচন কমিশনের কাজ,আর অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করার কাজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের।অমিত শাহ ফেল করছেন, তাই দায় নির্বাচন কমিশনের ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন'', সমাজ মাধ্যমে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।

খবর সোজাসুজি

Volume-3 ● Issue- 10 ● 30 October, 2025

দিবাস্বপ্ন

তৃণমূলকে হারিয়ে অনেকেই এখন ক্ষমতায় আসার দিবাস্বপ্ন দেখছেন,কিন্তু মাঠে ময়দানে তাদের দেখা নেই। ভাবছেন মানুষ তাদের এমনি এমনিই ভোট দিয়ে দেবেন ! সেটা আবার হয় না কি ? গ্রাম বাংলায় সিপিএমের সংগঠন একেবারে নড়বড়ে,খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।নতুন মুখের বড় অভাব।বিজেপির অবস্থাও তথৈবচ।শুভেন্দু একাই হুঙ্কার দিচ্ছে,বুথ স্তরে বিজেপির কর্মী কোথায় ? ভালো মুখের বড় অভাব।দু'একজন যারা আছে তারাও আবার জল মাপছে। কংগ্রেসের কথা তো ছেড়েই দিন।গ্রামীণ এলাকায় কিছু কিছু জায়গায় দু'চার জন এখনও কংগ্রেসের ঝান্ডাটা ধরে রেখেছে আর কি ! তার বেশি কিছু নয়। যদিও আইএসএফ কিছু কিছু জায়গায় মাথা চাড়া দিচ্ছে তবুও তারা সেভাবে এখনও মানুষের মনে দাগ কাটতে পারেনি।ভাইজানের বক্তব্য শোনার লোক থাকলেও সারা বাংলায় ঝান্ডা ধরার লোক এখনও সেভাবে তৈরি হয় নি।গ্রাম বাংলায় তৃণমূলের সামনে বুক চিতিয়ে লড়ার মতো বিরোধী নেতার বড় অভাব।তাই দিবাস্বপ্ন দেখে লাভ নেই।সংগঠনের তেজ নেই,আর মুখে বলছেন তৃণমূলকে তাড়াবো।ক্ষমতায় আসতে গেলে মানুষের পাশে থাকতে হয়।সারা বছর দেখা না দিয়ে যদি কেবল ভোটের সময় বের হন তাহলে তো মানুষ আপনাদের ওপর ভরসা করবে না। যারা সারা বছর পাশে থাকে,যাদেরকে ডাকলে হাঁকলে পাওয়া যায়, তারা শত দোষ করলেও মানুষ তাদেরকেই ভোট দেবে।তৃণমূলের শত দোষ থাকলেও ডাকলে হাঁকলে তাদের পাওয়া যায়।সারা বছর মানুষের পাশে থাকে।বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করে।তৃণমূলের প্রতি মানুষের ক্ষোভ থাকলেও তাদেরকে এখনও মানুষ ভরসা করে।তৃণমূলের বিকল্প শক্তি এখনও সেভাবে গড়ে ওঠেনি। দু'একজন নেতা হম্বিতম্বি করলেই তো আর তৃণমূলকে সরানো যাবে না।জাত পাত ধর্ম দিয়ে তো আর রাজনীতি হয় না।ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে বিভাজন সৃষ্টি করে বাংলায় ক্ষমতায় আসা যাবে না।মানুষের মন জয় করতে হবে।বাংলার মানুষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী।এখানে বিভাজনের রাজনীতি চলবে না।মানুষই শেষ কথা বলবে।তাই বড় কোনো অঘটন না ঘটলে ছাব্বিশের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস যে আবার ক্ষমতায় আসছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ও সরকারের দায়িত্ব

রাজ্যে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।বাড়ছে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা।রাজ্যে সম্প্রতি দু'চারটে ছোটোখাটো কলকারখানা গড়ে উঠলেও নতুন করে গড়ে ওঠেনি কোনো বড় শিল্প কারখানা।রাজ্যে প্রতিবছর বিনিয়োগ টানার লক্ষ্যে হচ্ছে শিল্প সম্মেলন।কিন্তু শুধুই প্রতিশ্রুতি,হচ্ছে হবে এই আর কি ! রাজ্যে দেখা নেই কোনো বড় শিল্পের।নতুন করে রাজ্যে বড় শিল্প কারখানা গড়ে ওঠা তো দূরের কথা,বন্ধ কারখানা খোলারও কোনো উদ্যোগ নেই সরকারের। সরকার ব্যস্ত মন্দির তৈরিতে।দীঘার পর এবার শিলিগুড়ি ! মন্দির হোক অসুবিধা নেই, কিন্তু বেকার শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের স্বার্থে শিল্প কারখানা গড়ে তোলারও তো উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে সরকারকে।মন্দিরের সামনে তো আর বেকার শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা বাটি হাতে বসবে না,তারা কাজ চায়।তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা তো সরকারকে করতে হবে।এটা তো সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।তা না হলে তো বাংলার ছেলে মেয়েরা পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিন রাজ্যে গিয়ে অত্যাচারের শিকার হবে,কেউ বা লাশ হয়ে ফিরে আসবে। সরকারের কাজ তো শুধু মন্দির নির্মাণ নয়,বন্ধ কারখানা খোলা ও নতুন কলকারখানা তৈরিরও ব্যবস্থা করতে হবে।বেকার শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের স্বার্থে মন্দিরের দ্বারোদঘাটনের পাশাপাশি নতুন নতুন শিল্প কারখানার দ্বারোদঘাটনের ব্যবস্থাও করা হোক।বাংলার মেধা,বাংলার মানব সম্পদ বাংলাতেই থাক।বাংলার উন্নয়নের জন্যই তারা কাজ করুক।গড়ে উঠুক সোনার বাংলা।

ভারতের মহানায়ক ও জনগণের রাষ্ট্রপতি ড. এ পি জে আব্দুল কালাম, এক স্বপ্নদ্রষ্টার গল্প

পীযূষ সিংহ রায়

আজ আমি আপনাদের এমন একজন মানুষ সম্পর্কে বলতে চাই,যাঁর জীবন ছিল আশার আলো,দৃঢ়তার প্রতীক এবং স্বপ্নের শক্তির এক জীবন্ত উদাহরণ - ড. এ পি জে আব্দুল কালাম, আমাদের প্রিয় ভারতের মহানায়ক।তামিলনাড়ুর রামেশ্বরম নামক এক ছোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন ড. কালাম।তাঁর পরিবার ছিল সাধারণ,তাঁর বাবা ছিলেন একজন নৌকা মালিক।কিন্তু তাঁদের জীবনে ছিল মূল্যবোধের প্রাচুর্য।ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন কৌতূহলী, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং আত্মিকভাবে গভীর।তিনি বিশ্বাস করতেন,মহান স্বপ্নদ্রষ্টাদের স্বপ্ন সবসময় বাস্তব হয়।দ ড. এ পি জে আব্দুল কালামের জন্মদিন হল ১৫ই অক্টোবর, ১৯৩১।তাঁর জন্মদিনটি ভারতে জাতীয় ছাত্র দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়, কারণ তিনি আজীবন শিক্ষা ও তরুণ প্রজন্মের উন্নয়নের প্রতি গভীরভাবে নিবেদিত ছিলেন।

উড়ানের প্রতি তাঁর আগ্রহ তাঁকে অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি DRDO এবং পরে ISRO-তে যোগ দেন, যেখানে তিনি ভারতের মিসাইল উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হয়ে ওঠেন অগ্নি ও পৃথ্বী মিসাইলের উন্নয়নে তাঁর অবদান তাঁকে ত্রমিসাইল ম্যান অফ ইন্ডিয়াদ উপাধি এনে দেয়। তিনি ১৯৯৮ সালের পোখরান পারমাণবিক পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যা ভারতের প্রতিরক্ষা সক্ষমতায় এক

ঐতিহাসিক মোড়।২০০২ সালে তিনি ভারতের ১১তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনি শুধু রাষ্ট্রপতি ছিলেন না,তিনি ছিলেন জনগণের রাষ্ট্রপতি।তিনি নাগরিকদের, বিশেষ করে তরুণদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতের ভবিষ্যৎ তরুণদের হাতে।তাঁর কথাগুলি আজও আমাদের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়, তস্বপ্ন দেখতে হবে,কারণ স্বপ্নই চিন্তায় রূপ নেয়,আর চিন্তা থেকেই আসে কর্ম। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব শেষ হওয়ার পরও তিনি ছিলেন এক নিরলস শিক্ষক। তিনি "Wings of Fire"– "Ignited Minds", এবং "India 2020" এর মতো বই লিখেছেন, যেখানে তিনি আমাদের একটি উন্নত, আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তিনি দেশজুড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন, ছাত্র-ছাত্রী, বিজ্ঞানী ও নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন,সবসময় একই বার্তা নিয়ে - বড় স্বপ্ন দেখো, কঠোর পরিশ্রম করো এবং দেশকে সেবা করো।২০১৫ সালের ২৭ জুলাই জ্জজ্জঞ্চ শিলং-এ বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং আমাদের ছেড়ে চলে যান।তাঁর শেষ মুহূর্ত ছিল তাঁর জীবনের প্রতিচ্ছবি,নিবেদিত,বিনয়ী এবং অনুপ্রেরণাদায়ক। ড.কালামের উত্তরাধিকার শুধু বই বা স্মৃতিস্তম্ভে নয়, তা আমাদের হৃদয়ে,আমাদের স্বপ্নে, আমাদের কর্মে।তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন তা গুরুত্বপূর্ণ নয়,দৃষ্টিভঙ্গি ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আপনি মহত্ব অর্জন করতে পারেন।আসুন, আমরা তাঁকে শুধু কথায় নয়, কাজে সম্মান জানাই।আসুন, আমরা কালামের মতো স্বপ্ন দেখি। কালামের মতো দেশ গড়ি,কালামের মতো দেশকে ভালোবাসি।

পাখিরা কি টক খাবার পছন্দ করে ?

বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী

বিবর্তনের পথ ধরে পাখিরা অত্যন্ত টক জাতীয় ফল খাওয়ার জন্য একটি বিশেষ কৌশল রপ্ত করেছে।বেশ কিছু পাখিরাই টক স্বাদ পছন্দ করে।যদিও অনেক বন্য স্তন্যপায়ীরা প্রায়শই টক খাবার এড়িয়ে চলে,কিন্তু অনেক পাখি নিয়মিতই টক ফল খায়।একটি নতুন গবেষণায় দেখা গেছে যে অম্লীয় খাবারের সংস্পর্শে এলে পাখিদের টক রিসেপ্টর সক্রিয়তা বন্ধ হয়ে যায়।টক খাবার পাখিদের সংক্রমণ কমায় এবং এর ফলে তাদের উপলব্ধি এবং সহনশীলতার উপর প্রভাব ফেলে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানগুলি থেকে জানা যায় যে পাখিদের মধ্যে টক রিসেপ্টরের রাসায়নিকগত ভাবে আণবিক গঠন তাদের বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মজার বিষয় হল,ছোট পাখিদের বিবর্তনের ক্ষেত্রে মিষ্টি ও টক স্বাদের সাথে উপলব্ধি একই সময়ে ঘটেছে বলে মনে হয়। তাই টক এবং মিষ্টি স্বাদের সম্ভাব্য সহ-বিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। স্থলজ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে

পাখিরা সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি। বিশেষ করে ফল খাবার হিসাবে বেশিরভাগ পাখি প্রজাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। দেখা গেছে পরিযানের বা খাদ্য ঘাটতির সময়ে পাখিদের শক্তির যোগান দিতে ফলের এক বড় ভূমিকা রয়েছে।একটি নতুন গবেষণায়, কুনমিং ইনস্টিটিউট অফ জুওলজি, চাইনিজ একাডেমি অফ সায়েন্সেস এবং ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর বায়োলজিক্যাল ইন্টেলিজেন্সের বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে পাখিরা তাদের টক স্বাদ নেওয়ার জন্য কোষীয় স্তরে কিছু রাসায়নিক পরিবর্তনের কারণে অ্যাসিডিক খাবারের প্রতি শক্তিশালী সহনশীলতা তৈরি করেছে।এটি একটি বিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য যা তাদের পরিসর বাড়াতে এবং বিভিন্ন পরিবেশে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে।তবে অনেক পাখি প্রায়শই অত্যন্ত টক ফল খেতে পারে, যার মধ্যে ২.৫ এর কম দ্বছ সহ যা কিনা খুবই টক কিছু বন্য ফলও রয়েছে। আসলে দ্বছ এর মান যত কম হয় অম্লতা তত কম হিসাবে ধরা হয়। তাই pH হল অম্লতার মাপকাঠি।গবেষক দলটি এই সহনশীলতার একটি মূল খেলোয়াড় চিহ্নিত করেছেন।টক স্বাদ গ্রহণকারী রিসেপ্টার ওটোপেট্রিন ১ (OTOP1), যা কিছু পাখির খুব টক স্বাদের অনুভূতির প্রতি সক্রিয়তা বন্ধ হয়ে যায়।

জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে,গবেষকরা একটি ছোট পাখি ক্যানারি থেকে OTOP1 জিন ইঁদুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখেছেন যে সেই ইঁদুরগুলি টক উদ্দীপনার প্রতি স্নায়ুবিক প্রতিক্রিয়া উল্লেখযোগ্য কম দেখিয়েছে। এছাড়াও,তারা দেখেছেন যে টক স্বাদ রিসেপ্টর OTOPI -কে বাধা দেওয়া পায়রা এবং ক্যানারিদের অ্যাসিড সহ্য করার ক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল করে দিয়েছে, যা পাখিদের টক স্বাদের উপলব্ধি এবং টক সহনশীলতার ক্ষেত্রে এই রিসেপ্টরের মূল কারণ নিশ্চিত করে।গবেষকরা আরও দেখেছেন যে এই পাখিদের মধ্যে টক সহনশীলতা ও মিষ্টি স্বদের অনুভূতির একই সাথে তৈরি হয়েছিল। মিষ্টি এবং টক অনুভূতির এই পরিবর্তন তাদের খাদ্যতালিকার পছন্দগুলিতে কেবল খুব বেশি টক ফলই নয়, বরং অমৃতের মতো বেশি মিষ্টি খাবারও অন্তর্ভুক্ত আছে, যা আজ জীবিত সমস্ত পাখি প্রজাতির প্রায় অর্ধেকের মধ্যে এই বৈশিষ্টগুলি দেখা যায়।

সম্পাদক সমীপেষু

খবর সোজাসুজি

ইদানীং মানুষ সবচেয়ে বেশি যে বিশেষ কারণে অত্যন্ত পীড়িত ও জর্জরিত তা হল সম্মানীয় ডাক্তার সমাজের ফিজ্ বা ভিজিট,এককথায় যা অনেকের কাছেই আতঙ্ক স্বরূপ। কখন কোন্ ডাক্তারের ক্ষুদ্রদক্ষিণাক্ষ্ম বেড়ে যাবে এবং কোন্ ফর্মূলায়, তা কারোরই বোধগম্য হচ্ছে না।বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সীমাহীন উর্ধ্বগামী ভিজিটের অঙ্কটা ওষুধপত্রের মূল্যকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে।কেন? উত্তর অজানা ! অসহায় অসুস্থ রোগী,আত্মীয় পরিজন লাফিয়ে বেড়ে চলা এই ফিজ নামক আতঙ্কের যূপকাষ্ঠে বলি হচ্ছেন প্রতিনিয়তই। কোনো কৈফিয়ত নেই,কোনো সহানুভূতি নেই, সর্বোপরি কোনো রশিদ নেই।মুখ বুজে,সব বুঝে একপ্রকার নতিস্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি আমরা। অনাবশ্যক রিপোর্ট-এর নামে পরীক্ষা করে আনার প্রেসক্রিপশন তো গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো আছেই।অসহায় অসুস্থ ব্যক্তির কাছে একজন ডাক্তার ভগবান সদৃশ,কিন্তু ভক্তের দূরবস্থার করুণ অব্যক্ত বেদনা ভগবানের হৃদয় বিদীর্ণ করে কি ? আমি অনেক পরিবারের কথা জানি,শুধু মাত্র মোটা অংকের ভিজিটের কারণে অসুস্থ ব্যক্তিকে তথাকথিত ভগবানের পাদদেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছেন।এই লাগাম ছাড়া ভিজিটের আতঙ্ক থেকে কি মুক্তির কোনো পথ নেই, নেই সীমাহীনতা রোধ করার কোনো পন্থা ? তবে ব্যতিক্রম অবশ্যই আছেন কেউ কেউ,যাঁরা এখনো নমস্য হিসেবে পূজিত হন,অর্থ লালসার শত হস্ত দূরে বিরাজ করেন,কিন্তু দুঃখের এবং পরিতাপের বিষয়,সংখ্যার তুলনায় তাঁরা যথেষ্টই নগন্য।যাই হোক কাউকে ব্যক্তিগত আঘাত দেওয়ার জন্য নয়,বিষয়টির বাস্তবতা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম মাত্র।ত্রুটি মার্জনা করবেন। **-সিদ্ধেশ্বর দত্ত, খানপুর,হুগলি।**

পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার কালী প্রতিমার গহনা,ধৃত অভিযুক্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা - পুলিশের তৎপরতায় কালী প্রতিমার গহনা চুরির কিছু ক্ষণের মধ্যেই উদ্ধার হল গহনা।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,গত সোমবার ২০ অক্টোবর মধ্যরাতে যখন ঘড়ির কাঁটা বারোটা ত্রিশের ঘর ছুঁয়েছে, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে খবর এল মেমারি থানার অন্তর্গত দলুইবাজার গ্রামের জমিদার বাড়ির কালী মায়ের পুজো মণ্ডপ থেকে প্রায় ১০ ভরি ওজনের স্বর্ণালঙ্কার চুরি হয়েছে।পুজোর রেশ কাটতে না কাটতেই এই দুঃসংবাদে গোটা অঞ্চলে নেমে আসে এক শীতল নিস্তব্ধতা।খবর আসার সাথে সাথেই মেমারি থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়,আইসি পালসিট,ওসি মেমারি,সিআইবি এবং ডিএসপি মেমারির নেতৃত্বে। জমিদার বাড়ির দেউড়িতে তখন শোক আর সন্দেহের এক মিশ্র পরিবেশ।তদন্তের গভীরে যেতেই দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর এক সন্দেহভাজন যুবকের নাম উঠে আসে,দেবজ্যোতি চৌধুরী (৩২),পিতা সুপ্রভাত চৌধুরী, যিনি কিনা বর্ধমানের খোশবাগানের বাসিন্দা এবং এই বাড়িরই একজন শরিকের বিশেষ বন্ধু। কিন্তু সে ততক্ষণে এলাকা ছেড়েছে।এরপরেই অত্যন্ত দক্ষতা ও সতর্কতার সাথে সেই সন্দিগ্ধ যুবককে দ্রুত থানায় আনা হয়।এরপর দীর্ঘ জেরায় যুবকটি স্বীকার করে তার অপরাধ।নিছক লোভের বশে সে পবিত্র দেবী মূর্তির গহনা হাতিয়েছিল।তার জবানবন্দির পরই উদ্ধার হল চুরি যাওয়া সমস্ত মহামূল্যবান অলঙ্কার।এ যেন এক নাটকীয় যবনিকা পতন।অপরাধী ধরা পড়ল এবং মা ফিরে পেলেন তাঁর হারানো বিভূষণ।বলাই যায়,পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কালী পূজার পূণ্য লগ্নে অশুভ শক্তির বিনাশ হয়ে শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠা হল।

খাগড়া নতুন বাজার এবং কোর্ট মার্কেট ছোট বসন্ত তলা এলাকায় জুয়ার আসরে অভিযান চালিয়ে সম্প্রতি ২৩ জুয়াড়িকে হাতে নাতে গ্রেফতার করল বহরমপুর থানার পুলিশ,জুয়ার টেবিল থেকে এক লক্ষ এক হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।সাগড়পাড়া থানাও ৫২ জন জুয়াড়িকে হাতে নাতে গ্রেফতার করেছে বলে জানা গেছে।

১০০ দিনের কাজের মজুরি ৬০০ টাকা করার দাবিতে সরব লিবারেশনের কৃষি ও গ্রামীণ মজুর সমিতি

নিজস্ব সংবাদদাতা - হাইকোর্টের নির্দেশকেই বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট।কেন্দ্রীয় সরকারের আবেদন খারিজ করে দিয়ে রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ চালু করার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।রাজ্যে ১০০ দিনের কাজে টাকা দিতে হবে কেন্দ্রকেও, জানিয়ে দিল সর্বোচ্চ আদালত।সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করে সারা ভারত কৃষি ও গ্রামীণ মজুর সমিতির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে সোমবার প্রেস বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে,''১০০ দিনের কাজ নিয়ে আজ কলকাতা হাইকোর্টের রায়কেই বহাল রাখলেন মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ।কলকাতা হাইকোর্ট গত ১ অগস্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজ চালু করার নির্দেশ দিলেও,কাজ আটকাতে দেশের শীর্ষ আদালতে যায় মোদী

সরকার।কেন্দ্রীয় সরকারের এই ভূমিকা ছিল নিন্দনীয়,পশ্চিমবঙ্গ সরকারও কাজ শুরু করতে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে নি।আজ দেশের শীর্ষ আদালতে এই মামলা নাকচ হলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ মেহনতি মানুষ বছরে ১০০ দিন সরকারি কাজ পাওয়ার আইনি অধিকার ফিরে পেল।আমরা সারা ভারত কৃষি ও গ্রামীণ মজুর সমিতির পক্ষ থেকে দেশের শীর্ষ আদালতের দেওয়া এই রায়কে স্বাগত জানাচ্ছি।১.এই দাবি তুলছি যে আজকের রায় ও পূর্ববর্তী কলকাতা হাইকোর্টের রায় মেনে আগামী নভেম্বর মাসেই ১০০ দিনের কাজ চালু করতে হবে ; মোদী সরকারকে এজন্য জরুরি ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য অর্থ পাঠাতে হবে এবং রাজ্য সরকারকে দ্রুত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২.২০২১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কাজের এই আইনি অধিকার থেকে বঞ্চিত আছে। এজন্য প্রতিটি বঞ্চিত পরিবারকে বিগত বছরগুলির ১০০ দিনের কাজের মজুরি সুদ সহ ফিরিয়ে দিতে হবে

৩.১০০ দিনের কাজে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের নামমাত্র মজুরি দেওয়া হয়।

যেখানে কৃষিতে অদক্ষ শ্রমিকের পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি ৩৩০ টাকা, সেখানে সরকার ১০০ দিনের কাজে শ্রমিকদের মজুরি দেয় মাত্র ২৬০ টাকা। আজকের মূল্যবৃদ্ধির বাজারে এই সরকারি প্রকল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম ৬০০ টাকা মজুরি প্রদানের দাবি জানাচ্ছে সারা ভারত কৃষি ও গ্রামীণ মজুর সমিতি।''

শুধু জৌগ্রাম নয়,যন্ত্রণার আরও এক নাম গুড়াপ রেলগেট।

সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব ছড়ানোর অভিযোগে ১০৯৩ টি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট বন্ধ করল মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা - মুর্শিদাবাদ জেলায় সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব ছড়ানোর অভিযোগে ১, ০৯৩টি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট বন্ধ করল মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ।ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব ও এক্স-এ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী পোস্ট ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ ও সাইবার সেল যৌথভাবে তদন্তে নামে এবং ডিলিট করা হয় এগারোশোরও বেশি বিকৃত এবং ধর্মীয় ভাবে বিদ্বেষ মূলক পোস্ট।পুলিশি তদন্তে জানা যায়,বহু অ্যাকাউন্ট বিদেশ ও অন্য রাজ্য থেকে পরিচালিত হচ্ছিল এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (জ্জ) ব্যবহার করে স্থানীয় ব্যক্তিদের মুখ বসিয়ে ভুয়ো বক্তব্য প্রচার করা হচ্ছিল।জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এখনও পর্যন্ত ৪৮৬ জনকে চিহ্নিত করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে,ভুয়ো তথ্য প্রচারে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।পাশা পাশি সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে যাতে যাচাই না করে কোনো পোস্ট বা ভিডিও শেয়ার না করা হয়।

জামাই সহরাই পরবে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন মেতেছে সহরাই গান ও নাচে।গ্রামে গ্রামে ঘুরে আদিবাসী পরিবারগুলিতে আদিবাসী মেয়েরা দেখাচ্ছে নাচ। তাদের নাচ দেখে ও গান শুনে আনন্দিত হয়ে অনেকেই দিচ্ছে চাল পয়সা।এভাবেই এরা বাঁচিয়ে রেখেছে দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসী সমাজে প্রচলিত আদিবাসী সংস্কৃতি।মথুরাপুর গ্রামের আদিবাসী পাড়া থেকে তোলা ছবি।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পান্ডুয়া জিপির ব্রজভিটা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১ কেজি ৭০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ ৬ জনকে গ্রেফতার করল গাজল থানার পুলিশ। বাজেয়াপ্ত ব্রাউন সুগারের বাজার মূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা।

জগতের মঙ্গল কামনায় অসীমা পাত্র'র অফিসে মাতৃ আরাধনায় ধনেখালি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সৌমেন ঘোষ।

(প্রথম পাতার পর)

নির্মল পঞ্চায়েত !

যাবার পথে,মথুরাপুর ডাকাতিয়া পুল থেকে শ্রীমানপুর যাবার পথে কিংবা শিপতাই পুল থেকে গোহালদহ যাবার পথে এই দৃশ্য আপনি প্রতিদিন সকালে দেখতে পাবেন।কাঁচা গু'য়ের গন্ধে এলাকা ম ম করছে।রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করাই দায়।শুধু বাঁধের রাস্তা নয়, অনেক জায়গায় পিচ রাস্তার ধারেও একই অবস্থা।তাই শুধু খাতায় কলমে নির্মল পঞ্চায়েত ঘোষণা করলেই হবে না,মানুষকে সচেতন করতে প্রচার কর্মসূচির সাথে সাথে মাঠে ঘাটে পায়খানা বন্ধ করতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে।তবেই গড়ে উঠবে প্রকৃত অর্থে নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত।

ভাঙন

সুব্রত মিত্র রানা

পাহাড় জুড়ে ধ্বস নামবে
এ নিয়ে কার মাথা ঘামবে
সময় মত না থামবে
হবেই তো বরবাদ

মাথার উপর পড়বে ভেঙে
কালিদাসের ছাদ

এমন টা তো হওয়ার ছিল
এই নিয়ে কি কওয়ার ছিল
ভালো রাখলে ভালো থাকবে
না হলে বরবাদ

তোমার পাপে আমার পাপে
মেঘের চাঙর পড়বে খসে
হঠাৎ করে ভেঙে পড়বে
শহরও নির্ঘাত

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

যেমন কথা তেমন কাজ। ধনেখালির ভাস্তাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শুরু হল আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পের কাজ।খুশি এলাকার মানুষজন। পিড়াতলী ৬২ নং বুথের ছবি।

বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে বহরমপুর থানা এলাকায় ৩৪ নং জাতীয় সড়কে ফতেপুর বাইপাস মোড়ে অভিযান চালিয়ে একটি ট্রাক থেকে ৪৩৬ কেজি গাঁজা সহ ২ জনকে গ্রেফতার করল মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ।ধৃতদের বাড়ি হরিয়ানার নুহ জেলার টাউরু থানা এলাকায়।

শুক্রবার ১৭ অক্টোবর জামালপুর ব্লকের পাড়াতল ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শিপতাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দির পরিদর্শন করলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার সহকারি স্কুল পরিদর্শক অরুণ কুমার মন্ডল।স্কুলের পঠন পাঠন থেকে মিড ডে মিল,সব কিছু দেখে সন্তুষ্ট তিনি, স্কুলকে দিয়ে গেলেন দরাজ সার্টিফিকেট।

পাড়াতল সিদ্ধেশ্বরী ফুটবল ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত ১৬ দলীয় নক্ আউট ফুটবল প্রতিযোগিতার শনিবার ১৮ অক্টোবর ছিল শেষ দিন,ফাইনাল খেলা।জামালপুর পুলিশ বনাম যদুপুর ধনিয়াখালি একাদশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় ফাইনাল খেলা।জামালপুর পুলিশ ৩-১ গোলে জয়লাভ করে।খেলার মাঠে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর থানার ওসি কৃপাসিন্ধু ঘোষ সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন সেলফি প্রতিযোগিতায় প্রথম - রিয়া বিশ্বাস,বাড়ি - চাকদা,নদীয়া।

খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন সেলফি প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় - মৌমিতা চট্টোপাধ্যায়,বাড়ি - শ্রীমানপুর,পূর্ব বর্ধমান

খবর সোজাসুজি'র উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন সেলফি প্রতিযোগিতায় তৃতীয় - মঞ্জু দত্ত,বাড়ি - খানপুর,হুগলি।

ধনেখালি ব্লকের সোমসপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে চালু হয়েছে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট,দোকান ও বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।বাড়ি বাড়ি এবং বাজার এলাকায় দোকানে দোকানে দেওয়া হয়েছে পচনশীল ও অপচনশীল আবর্জনা ফেলার জন্য নীল এবং সবুজ বালতি।তবুও মানুষের সচেতনতা নেই।আবর্জনা নির্দিষ্ট বালতিতে না ফেলে এখনও অনেকেই রাস্তার পাশে কিংবা পুকুরের পাড়ে গিয়ে ফেলছে পচনশীল ও অপচনশীল জিনিসপত্র।দৃশ্য দূষণের সঙ্গে দূষিত হচ্ছে পরিবেশ।ধনেখালি পোস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকার ছবি।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

সরিয়ে দিল নবান্ন ! কোচবিহারের নতুন পুলিশ সুপার হলেন সন্দীপ কাররা।

● হাসপাতাল থেকে চুরি হওয়া সদ্যজাত শিশুকে আধ ঘন্টার মধ্যেই উদ্ধার করে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিল শ্রীরামপুর থানার পুলিশ।আটক অভিযুক্ত মহিলা।

● গ্রাম বাংলায় সিনেমা হল এখন অতীত।যে দু'চারটে সিনেমা হল এখনও চালু আছে সেগুলোও দর্শকের অভাবে ধুঁকছে,খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।

● ১৪ বছরের নাবালিকাকে গণ ধর্ষণের অভিযোগে ৫ জনকে গ্রেফতার করল সালার থানার পুলিশ।

● স্বাধীন ভারতে প্রথম দারিদ্র্য মুক্ত রাজ্য হতে চলেছে সিপিএম পরিচালিত কেরালা।কেরালায় চরম দারিদ্রসীমার নিচে নেই একজনও।আর কোনো রাজ্য এই সাফল্য অর্জন করতে পারে নি।

● তারকেশ্বর থেকে মশাগ্রাম এবং তারকেশ্বর থেকে ধনেখালি হয়ে মগরা পর্যন্ত আবারও চালু হতে পারে রেলপথ।চলছে জোর জল্পনা।চিন্তা বাড়ছে বিপিআর লাইনে বসবাসকারী ব্যক্তিদের।

● শুভেন্দুর রক্ষা কবচ প্রত্যাহার করল হাইকোর্ট। ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে চরম অস্বস্তিতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা।

● বদলি হয়ে গেলেন সদর,হুগলির এসডিও স্মিতা স্যান্যাল শুক্লা।সদর হুগলির নতুন এসডিও হলেন অয়ন নাথ।

● বদলি হয়ে গেলেন হুগলির জেলা শাসক মুক্তা আর্য। হুগলির নতুন জেলা শাসক হলেন খুরসিদ আলি কাদরী।

সাব ডিভিশন স্পোর্টস

(প্রথম পাতার পর)

ডিভিশনের পতাকা উত্তোলন করেন সাব ডিভিশন সম্পাদক সুরজিৎ চ্যাটার্জী।প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করতে মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন। তিনি বলেন, আজকে সব কিশোর কিশোরীরা মোবাইল ফোনে আসক্ত হয়ে পড়েছে।তার থেকে একমাত্র মুক্তি দিতে পারে এই খেলা।তিনি আরও বলেন,সবাই হয়তো প্রাইজ পাবে না।কিন্তু এতে ভেঙে পড়লে হবে না। চেষ্টা জারি রাখতে হবে। ১০০, ২০০,৪০০,১০০০ ও ১৫০০ মিটার রান, লং জাম্প, হাই জাম্প, ডিসকাস থ্রো সহ নানা ইভেন্ট ছিল এদিনের এই প্রতিযোগিতায়।মোট ৩৮০ জন প্রতিযোগী এদিনের এইপ্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল বলে জানা গেছে।প্রতিটি ইভেন্টের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থনাধিকারীদের পুরস্কার হিসাবে ট্রফি ও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

পুলিশি তৎপরতায় চোরাই মাল সহ গ্রেফতার ৮

(প্রথম পাতার পর)

কোয়ার্টারে,মাত্র তিন ঘণ্টায় আসামি গ্রেপ্তার করে পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,গত ২৫ অক্টোবর সকাল ৭ টা ১৫ মিনিট নাগাদ বিটিপিএস হাউসিং কোয়ার্টারের 'বি-ওয়ান' ব্লকে এজিএম পদে কর্মরত শান্তনু দাসের বাসভবনে চুরির ঘটনা ঘটে।অজ্ঞাত দুষ্কৃতকারীরা দরজার তালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে গৃহস্থালি সামগ্রী,ধর্মীয় পুস্তক,মূর্তি, বিভিন্ন পেতলের ধাতব মূর্তি,গুরুত্বপূর্ণ এমপ্লয়ি ফ্যামিলি হেলথ বুক এবং পলিসি ডকুমেন্টস চুরি করে নিয়ে পালায়।ঘটনার দিন দুপুর ২ টো ২৫ মিনিট নাগাদ শান্তনু দাস মগরা থানায় এসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে তৎক্ষণাৎ মগরা থানা মামলা নং 503/25, ধারা 305(A) /331(4) রুজু করে ওসি দীপঙ্কর সরকার এসআই সুজন সরকারকে তদন্তের দায়িত্ব দেন।তদন্তকারী দলের সদস্য এ.এস.আই রোনাল্ড লিপার্ট, এস.আই সন্তোষ তালুকদার সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা গঠিত বিশেষ টিম গোয়েন্দা সূত্রে সংগৃহীত তথ্য ও বি টিপিএস টাউনশিপ গেটের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে তিনজন সন্দেহভাজনকে শনাক্ত করে।মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে টিমটি পালপাড়া এলাকা থেকে শুকদেব দে এবং অমিত মন্ডল ও সুমিত মন্ডলকে গ্রেপ্তার করে।২৬ অক্টোবর আসামিদের চুঁচুড়া আদালতে হাজির করা হলে বিচারক ৩ দিনের পুলিশ হেফাজত মঞ্জুর করেন। সোমবার ২৭ অক্টোবর ভোরে আসামিদের নিয়ে গোপন স্থানে তল্লাশি চালিয়ে সমস্ত চোরাই মাল উদ্ধার করা হয়।পুলিশি তদন্তে জানা যায়,অমিত মন্ডল ও সুমিত মন্ডলের নামে বিভিন্ন থানায় একাধিক চুরির মামলা রয়েছে।

চুরির দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে কোলা গ্রামে ২৪ অক্টোবর সকাল ১১টা থেকে ১২ টা ২০ মিনিট নাগাদ।মগরার কোলা গ্রামের বাসিন্দা উন্নতি দাশের বাড়িতে দুষ্কৃতকারীরা তালা ভেঙে ঢুকে আলমারি ভেঙে প্রায় ৮ ভরি সোনা ও ৪ ভরি রুপোর গয়না চুরি করে নিয়ে যায়।২৫ অক্টোবর দুপুর ১ টা ২৫ মিনিট নাগাদ উন্নতি দেবী থানায় অভিযোগ দায়ের করলে মগরা থানা মামলা নং 502/25, ধারা 305(A)/331(3) BNS রুজু হয়। ওসি দীপঙ্কর সরকার এস.আই অক্ষয় পালকে তদন্তভার দেন।এস.আই নিশাদ আহমেদ, এস.আই সুদীপ সানা সহ গঠিত দল সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে একজন সন্দেহভাজনের ছবি শনাক্ত করে।ছবিটি পাড়ুয়া থানায় পাঠালে সেখানকার অফিসাররামিজ মন্ডল আসামির পরিচয় নিশ্চিত করেন।২৬ অক্টোবর গভীর রাতে পাড়ুয়া এলাকা থেকে শেখ নফিরুলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার সহযোগী শেখ আলম, হাফিজুল শেখ,নাসেরা বিবি ও শেখ আমিন হোসেনকে একে একে গ্রেপ্তার করা হয়।২৭ অক্টোবর পাঁচ আসামিকে চুঁচুড়া আদালতে হাজির করলে বিচারক ৩ দিনের পুলিশ হেফাজত মঞ্জুর করেন। ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশির পর আনুমানিক ৪৮ গ্রাম সোনা উদ্ধার করে পুলিশ।মগরা থানার পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে' ''আমরা জনগণের নিরাপত্তার জন্য ২৪ ঘণ্টা সতর্ক। কোনো অপরাধীই পার পাবে না।" এলাকাবাসীকে সতর্ক থাকতে এবং কোনো সন্দেহজনক ঘটনা দেখলে তৎক্ষণাৎ থানায় খবর দিতে অনুরোধ জানিয়েছে মগরা থানার পুলিশ।

ধনিয়াখালি ইয়ুথ ব্রিগেডের পরিচালনায় মুইদিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে কালীপুজো উপলক্ষে প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির।উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক অসীমা পাত্র,ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্পিতা বারিক,সহ সভাপতি সৌমেন ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com